মাসিক
ইপসা সংবাদ
উন্নয়ন তথ্য সংযোগ
বর্ষ ১০, বিশেষ সংখ্যা
অক্টোবর ২০১০

ইপসার দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

সামছুদ্দিন ভুঁইয়া সভাপতি, আরিফুর রহমান সম্পাদক

ইপসার দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা গত ২৫ জুন সীতাকুন্ড মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সভার উদ্বোধন করেন ইপসার নির্বাহী পরিষদের সভাপতি সামছুদ্দিন ভুঁইয়া তুতুল । সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ২০০৯-২০১০ সালের কর্মসূচী প্রতিবেদন ও ২০১০ -২০১১ সালের কর্মসূচী পরিকল্পনা, অর্থ সম্পাদক ইয়াছমিন আক্তার জুগনু ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের আর্থিক প্রতিবেদন ও ২০১০-২০১১ সালের আর্থিক বাজেট উপস্থাপন করেন। উপস্থাপিত রিপোর্টসমুহ পর্যালোচনার পর সভার সকলের সিদ্ধান্তক্রমে অনুমোদন প্রদান করা হয়। ইপসার নির্বাহী পরিষদের সদস্য সমীর শর্মা, লিটন চৌধুরী, মো. নুর নবী এবং দিলশাদ চৌধুরী সংস্থার কৌশলগত উন্নয়নের জন্য মতামত প্রকাশ করেন। বক্তারা সংস্থার তৃতীয় কৌশলগত ও বিজনেস প্ল্যান (২০০৮-২০১৩) বাস্তবায়নের ওপর জোর দেন। ইপসার সাধারণ পরিষদের সদস্য সুশীল অধিকারী, বাবলু দেবনাথ, ইসমাইল ভুঁইয়া, পলাশ চৌধুরী, মোবারক হোসেন প্রমুখ সভায় আলোচনা করেন।

সাধারন সদস্যবৃন্দ ইপসার কর্মসূচীর স্থায়িত্বশীলতার ওপর মতামত প্রদান ও অনুমোদন প্রদান করেন।

দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভায় তিন সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ডাঃ এখলাছ উদ্দিন, কমিশন সদস্য জনাব মফিজুর রহমান, আশিষ চৌধুরী, ২০১০-২০১১, ২০১১-২০১২ বছরের নির্বাহী পরিষদের নির্বাচন পরিচালনা করেন। নির্বাচিত নির্বাহী কমিটির নেতৃবৃন্দ হচ্ছেন সামছুদ্দিন ভুঁইয়া তুতুল সভাপতি, মোঃ আরিফুর রহমান সাধারণ সম্পাদক, ইয়াছমিন আক্তার জুগনু অর্থ সম্পাদক, সমীর কান্তি শর্মা, লিটন কুমার চৌধুরী, মোঃ নুরুন্নবী, দিলশাদ আক্তার চৌধুরী নির্বাহী সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

নির্বাচন শেষে নির্বাচন কমিশন সদস্য মফিজুর রহমান সকল নির্বাচিত সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান। সাধারণ পরিষদের সদস্যদের উপহার সামগ্রী প্রদানের মধ্য দিয়ে দ্বি- বার্ষিক সাধারণ সভার সমাপ্তি ঘটে।

ছবির ক্যাপশন

১. কেক কেটে ইপসার দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্বোধন করছেন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও সাধারণ সদস্যবৃন্দ;

২. বক্তব্য রাখছেন ইপসার সভাপতি সামছুদ্দিন ভুঁইয়া তুতুল;

৩. নির্বাচিত নেতৃবৃন্দদের শপথবাক্য পাঠ করাচ্ছেন উপদেষ্টা মফিজুর রহমান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক কর্মসূচীসমূহ তথ্য অবহিত করছেন ডেইজীর ফোকাল পার্সন ইপসার প্রোগ্রাম অফিসার ভাস্কর ভট্টাচার্য্য।

সম্পাদকীয়

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ইপসা জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক যুববর্ষ ১৯৮৫ সালের ২০ মে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার সময় থেকে ইপসা তৃণমূল জনগোষ্ঠির অবস্থা ও অবস্থানের উন্নয়ন এবং ইতিবাচক পরিবর্তনে কাজ করে আসছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ইপসা আজ স্ব-নামেই সমাদৃত। ইতিমধ্যে ইপসা তার কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ কয়েকটি পুরস্কার অর্জন করেছে। এ সাফল্য আমাদের নিবেদিত সদস্য ও কর্মীবাহিনী থেকে শুরু করে উপকারভোগীসহ সকলেরই। আমরা স্বপ্ন দেখি ইপসা দেশব্যাপী তার উন্নয়ন কর্মসূচী বিস্তৃত করবে। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠিকে জাগিয়ে তুলবে সংগ্রামী চেতনায়। ক্ষুধা দারিদ্র ও বেকারত্বমুক্ত স্বপ্নের স্বদেশ গঠনের সংগ্রামে ইপসা অবিচল থাকবে আজন্ম। আমাদের বর্ণিল পথচলায় সারথী এই জনপদের আপামর জনতা। যাদের মুখে হাসি ফোটাতে ইপসার দীর্ঘ ২৫ বছরের অভিযাত্রা। এই উন্নয়ন পথযাত্রা যাদের জন্য সফল ও স্বার্থক হতে চলেছে তাদের সবাইকে ইপসার পক্ষ থেকে অভিবাদন ও কৃতজ্ঞতা জানাই। উন্নয়ন অংশীদারিত্বের এই সুদীর্ঘ পথযাত্রার কিছু সংবাদ-চিত্র আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে পেরে আমরা গর্বিত ও অনুপ্রাণিত। সবাই ভালো থাকুন। সুস্থ থাকুন।

ইপসা'র প্রধান নির্বাহী ও পরিচালক পেলেন ভিওএ ফ্যান ক্লাব পুরস্কার

পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডা: দীপু মণি ক্রেষ্ট তুলে দিচ্ছেন ইপসার প্রধান নির্বাহী মো: আরিফুর রহমান এবং ইপসার পরিচালক (ফিল্ড অপারেশন) মো: মাহাবুবর রহমানের হাতে

ভয়েস অব আমেরিকা বাংলা সার্ভিসের ৫২ (১৯৫৮-২০১০) বছরে পদার্পণ উপলক্ষে, ভিওএ(VOA) ফ্যান ক্লাব বাংলাদেশ প্রকাশিত নিয়মিত ম্যাগাজিন ***মিতালী*** জাতীয় প্রেসক্লাবে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা: দীপুমণি, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ***ভিওএ***(VOA) বাংলা সার্ভিসের প্রধান জনাব ইকবাল বাহার চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ***ভিওএ***(VOA) বাংলাদেশ প্রতিনিধি জনাব এস.এম জহুরুল আলম। উক্ত অনুষ্ঠানে শ্রেষ্ঠ সমাজ উন্নয়ন সংগঠক হিসেবে পুরস্কার গ্রহণ করেন ইপসা'র প্রধান নির্বাহী ও উপদেষ্টা, ***ভিওএ(VOA)*** ফ্যান ক্লাব চিটাগাং ডিভিশান জনাব মো: আরিফুর রহমান এবং শ্রেষ্ঠ সংগঠক হিসেবে পুরস্কার গ্রহণ করেন মিতালী'র নির্বাহী সম্পাদক ও ইপসা'র পরিচালক(ফিল্ড অপারেশন) জনাব মো: মাহাবুবর রহমান।

তামাক নিয়ন্ত্রণে কর বৃদ্ধির গুরুত্ব শীর্ষক সম্মেলনে মঈন উদ্দিন খান বাদল এমপি

তামাক নিয়ন্ত্রণে কর বৃদ্ধি ও সচেতনতার গুরুত্ব অপরিসীম

জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদন, বিজ্ঞাপন, ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রনের লক্ষ্যে Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) এর বিধানাবলী মোতাবেক দেশে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রন) আইন ও বিধিমালা প্রণীত হয়েছে । এছাড়া, এ আইন বাস্তবায়ন কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য সারা দেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে তামাক নিয়ন্ত্রন টাস্কফোর্সের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। সারাদেশে এ কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ায় সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জল হয়েছে, একই সাথে জনসাধারণের মাঝে এ আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। করারোপের ফলে স্বাভাবিকভাবেই তামাকের দাম বৃদ্ধি পাবে ফলশ্রুতিতে তামাকের ব্যবহার কমে আসবে। করারোপের ফলে সরকারেরও রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের কুফল সম্পর্কে আমাদের ব্যাপকহারে তৃণমূল পর্যায়ে আরও বেশী সচেতন করতে হবে। চট্টগ্রামে উন্নয়ন সমন্বয় ও ইপসা "তামাক নিয়ন্ত্রণে কর বৃদ্ধির গুরুত্ব" শীর্ষক আঞ্চলিক সম্মেলনে বক্তাগণ উপরোক্ত মতামত প্রদান করেন। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব মঈন উদ্দীন খান বাদল এমপি। উন্নয়ন সমন্বয়ের প্রকল্প প্রধান ড. জুলফিকার আলী'র সভাপতিত্বে আয়োজিত উক্ত আঞ্চলিক সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থনীতিবিদ ড. মাহফুজ কবির, ডাঃ এ কি এম সিরাজুল ইসলাম, কবি ও সাংবাদিক ওমর কায়সার, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ভারপ্রাপ্ত মেয়র মনোয়ারা বেগম মনি এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলের কর কমিশনার রমেন্দ্র চন্দ্র বসাক।

প্রধান অতিথি মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব মঈন উদ্দীন খান বাদল এমপি

১৩ জানুয়ারী ২০১০, কক্সবাজার জেলা প্রশাসনের হল কক্ষে পাবলিক প্রেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপানমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিকরণের লক্ষ্যে ইপসার প্রচারাভিযানের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক জনাব গিয়াসউদ্দীন আহম্মেদ।

বাংলাদেশ সরকারের ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ এর আলোকে কক্সবাজার পৌরসভাকে ধূমপানমুক্ত করার লক্ষ্যে ইপসা কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় কক্সবাজার পৌরসভা মিলনায়তনে পর্যালোচনা : "ধূমপানমুক্ত গাইডলাইন ও আমাদের করণীয়" শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় কক্সবাজার জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও উন্নয়ন) জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর খন্দকার প্রধান অতিথি হিসেবে এবং কক্সবাজার পৌরসভার মেয়র জনাব সরওয়ার কামাল বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ইপসা সফরকালে সমাজকল্যাণ মন্ত্রী

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে ইপসার কার্যক্রম প্রশংসনীয়

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী এনামুল হক মোস্তফা গত ৯ অক্টোবর ২০০৯ ইপসা সফর করেছেন। সফরকালে তিনি সমাজ উন্নয়নে ইপসার অবদান এবং বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত হন। এরপর তিনি ইপসার আইসিটি এন্ড রিসোর্স সেন্টার অন ডিজিবিলিটি চট্টগ্রাম ক্যাম্পাস ঘুরে দেখেন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে মত বিনিময় করেন। এরপর তিনি 'ডিজিটাল বাংলাদেশ ও প্রতিবন্ধীতা শীর্ষক' এক মতবিনিময় সভায় অংশ নেন এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে ইপসার আইআরসিডি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বক্তব্য রাখছেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রী এনামুল হক মোস্তফা

আমেরিকান সেন্টার প্রতিনিধির সাথে ইপসার উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা

ইপসা পরিদর্শনে আমেরিকান সেন্টার প্রতিনিধি

আমেরিকান সেন্টারের (আমেরিকান দূতাবাসের সহযোগী প্রতিষ্ঠান) সম্মানিত সাংস্কৃতিক বিষয়ক কর্মকর্তা মিস্টার গ্যারিট-ই-উইলকারসন গত ২৬ জুলাই ইপসার প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন করেন। আমেরিকান সেন্টারের কর্মসূচী উন্নয়ন উপদেষ্টা সাবরিন এস রহমান এ সময় উপস্থিত ছিলেন। এ সময় তারা ইপসার উর্ধতন কর্মকর্তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতবিনিময় করেন। ইপসার ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী মাহবুবর রহমান, পরিচালক (অর্থ) পলাশ চৌধুরী, এ সময় উপস্থিত ছিলেন। ইপসার পলিসি রিসার্স ও এডভোকেসি অফিসার মোহাম্মদ আলী শাহীন সভায় সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন।

মিস্টার গ্যারিট-ই-উইলকারসন ইপসার বিভিন্ন উন্নয়ন বিষয় ভিত্তিক কার্যাবলীর জন্য ইপসাকে অভিনন্দন জানান। ইপসা অফিসে তাদের অভ্যর্থনা এবং দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ন অবদান রাখার জন্য ইপসাকে অভিনন্দন জানানো হয়। পরবর্তীতে মিস্টার গ্যারিট-ই-উইলকারসন ও সাবরিন এস রহমান ভ্রাম্যমান যৌনকর্মীদের পুনর্বাসন কেন্দ্র মধুমিতা সেন্টার পরিদর্শন করেন।

আরসিবিডিএসএইচ প্রকল্পের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

মিরসরাইয়ে উন্নয়ন সংস্থা ইয়ং পাওয়ার ইন সোস্যাল একশন- ইপসার উদ্যোগে ৯ নম্বর সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের সাথে এক মতবিনিময় সভা গত ৪ অক্টোবর সোমবার সকাল ১০ টায় ইউপি কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সদর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মেসবাহ উদ্দিন সেলিম। ইপসার কমিউনিটি অফিসার মোহাম্মদ ওমর ফারুকের সঞ্চালনায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ইপসার আরসিবিডিএসএইচ প্রকল্পের মিরসরাই ও সীতাকুন্ড অঞ্চলের কর্মসূচী কর্মকর্তা অসীম বড়ুয়া, টেকনিক্যাল অফিসার রাজীব মাহমুদ, ফিল্ড অফিসার শাহাদাৎ হোসেন চৌধুরী, ইউপি সদস্য ঝুনু রানী ভৌমিক, হেলেনা আক্তার, শামছুল আলম, আবু হানিফ, সাংবাদিক রিগান উদ্দিন, নাজিম উদ্দিন প্রমুখ।

সহযোগী সংগঠন আরণ্যক ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে পরিচালিত প্রাকৃতিক বন এবং জীব বৈচিত্র রক্ষা এবং সংরক্ষন প্রকল্পের নানা দিক নিয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। বক্তারা বলেন, প্রাকৃতিক বন রক্ষা হলে জীববৈচিত্র রক্ষা হবে। তারা প্রাকৃতিক বন রক্ষায় সকলকে সম্মিলিত ভাবে কাজ করার জন্য আহবান জানান। বক্তারা ফলজ ও বনজ চারা রোপন করে বাগান সৃষ্টির মাধ্যমে প্রাকৃতিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে সকলের এগিয়ে আসা উচিৎ বলে মন্তব্য করেন।

নব নির্বাচিত মেয়রকে ইপসার অভিনন্দন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নব নির্বাচিত মেয়র এম মনজুর আলমকে ইপসার পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানানো হয়। এসময় ইপসার সিনিয়র কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

কুমিল্লায় দরিদ্রদের মধ্যে বিনামূল্যে গবাদিপশু বিতরণ

গত ১৭ ডিসেম্বর মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন (আই ও এম) এর সহযোগিতায় -ইপসা কুমিল্লা জেলার আদর্শ সদর উপজেলা ও সদর দক্ষিণ উপজেলার সীমান্তবর্তী ৬টি গ্রামের হত দরিদ্র পরিবারের ৮৭ জন নারীকে উদ্যোক্তা উন্নয়ন, গবাদি পশু পালন ওসেলাইয়ের প্রশিক্ষন পরবর্তীতে বিনামূল্যে গবাদি পশু ও সেলাইয়ের উপকরন বিতরন করা হয় । অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা -৬ আসনের মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য হাজী আ.ক.ম বাহাউদ্দিন বাহার । জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মিসেস ফেরদৌস আক্তারের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক আবদুল মালেক, পুলিশ সুপার সফিকুল ইসলাম, সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ পাটোয়ারী ,আই ও এম এর সমন্বয়কারী জাকিয়া কে হাসান,অতিরিক্ত জেলা মাজিস্ট্র্যাট তাজুল ইসলাম, পেইজ এর নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক লোকমান হাকিম প্রমুখ।

থাইল্যান্ডে ডেইজীর কর্মশালায় প্রেজেন্টেশন করছেন ইপসার কর্মকর্তা ভাস্কর ভট্টাচার্য্য। (ওপরে), ডেইজীর ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের দেখা যাচ্ছে। (নিচে)

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১০ শতবর্ষ উদযাপন

প্রধান অতিথি মাননীয় সংসদ সদস্য জেমন আরা তৈয়ব

'নারী' শুধুমাত্র নারী হয়ে জন্ম নেয়ার জন্যই অর্থাৎ তার লিঙ্গীয় পরিচয়ের কারণেই বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ায় নির্যাতনের সম্মুখীন হয়। দক্ষিণ এশিয়া তথা বাংলাদেশে প্রতি ২ জন নারীর ১ জন নিজ পরিবারে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। নারীর প্রতি নির্যাতন-বৈষম্য কমিয়ে আনতে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন প্রয়োজন পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ জোট, চট্টগ্রামের সহযোগিতায় বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, চট্টগ্রাম এবং ইপসা'র যৌথ উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১০ এবং নারী দিবসের শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত বর্ণাঢ্য র‌্যালী ও র‌্যালী পরবর্তী "আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও নারীর ক্ষমতায়ন : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ" শীর্ষক সেমিনারে বক্তাগণ উপরোক্ত মতামত প্রদান করেন। উক্ত র‌্যালী ও সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় সংসদ সদস্য বেগম জেমন আরা তৈয়ব। সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ প্রফেসর রওশন আখতার হানিফ, পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ জোট, চট্টগ্রামের আহবায়ক এবং আগ্রাবাদ মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ আনোয়ারা আলম, র‌্যালী ও সেমিনারে সমাজের বিভিন্নস্তরের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহন করেন এবং নারী নির্যাতন প্রতিরোধে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

যুক্তরাষ্ট্রে এইচআইভি কার্যক্রম পরিদর্শন করেন ইপসা প্রতিনিধি

ইউ এস এ সরকারের আমন্ত্রণে ইন্টারন্যাশনাল ভিজিটর্স লিডার প্রোগ্রামের অধীনে বাংলাদেশের পক্ষে ইপসার এইচআইভি প্রতিরোধ কর্মসূচীর প্রোগ্রাম ম্যানেজার মিসেস্ লুৎফুন নাহার গত ২০০৯ নভেম্বর মাসের ৭ তারিখ থেকে ডিসেম্বরের ১০ তারিখ পর্যন্ত ইউ এস এর বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের এইচআইভি প্রতিরোধ কার্যক্রম পবিদর্শন করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারের অংশগ্রহণ করেন। এ কর্মসুচীতে ১৭টি দেশের ১৭ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিদের সাথে ইপসার কর্মকর্তা লুৎফুর নাহার

এনজিও মিলনমেলায় বক্তব্য রাখছেন সংসদ সদস্য মেমন আরা তৈয়ব

চট্টগ্রামে এনজিও মিলনমেলা

চট্টগ্রাম এনজিও সমন্বয় পরিষদের উদ্যোগে ২৪ এপ্রিল ২০১০ এনজিও মিলনমেলা সম্পন্ন হয়েছে। শিশু একাডেমী চট্টগ্রাম প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত এনজিও মিলন মেলার উলেস্নখযোগ্য কর্মসুচীর মধ্যে ছিল উন্নয়ন আড্ডা, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কুপন ড্র ও প্রীতিভোজ। চট্টগ্রাম এনজিও সমন্বয় পরিষদের সভাপতি ইয়াসমীন পারভীনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ জালাল উদ্দীন পরিচালিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সংসদ সদস্য মেমন আরা তৈয়ব। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুপ্রভাত বাংলাদেশ সিটি এডিটর এম নাসিরুল হক, আগ্রাবাদ মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ আনোয়ারা আলম, ইউনিসেফ প্রতিনিধি সাইদুল হক সিদ্দিকি ও শিশু একাডেমীর জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা জিএম আব্দুস সালাম।

উক্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ইপসার প্রধান নির্বাহী আরিফুর রহমান, বিটার নির্বাহী পরিচালক শিশির দত্ত, আইএসডিই-বাংলাদেশ এর নির্বাহী পরিচালক এস এম নাজের হোছাইন, আইডিএফ এর নির্বাহী পরিচালক জহিরুল আলম, গ্রীণ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান মাহফুজুল হক চৌধুরী, সিআরসিডির নির্বাহী পরিচালক কাজী ইকবাল বাহার ছাবেরী, মমতার প্রকল্প পরিচালক স্বপ্না তালুকদার প্রমুখ।

মেলায় জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন পেশার অতিথি, এনজিও সংগঠক, এনজিও কর্মী ছাড়া ও তাদের পরিবারের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভার পর এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কুপন ড্র ও প্রীতিভোজের মধ্যদিয়ে এনজিও মিলনমেলা ২০১০ শেষ হয়।

বাংলাদেশ সেকেন্ড সাব ন্যাশনাল স্মোক ফ্রি ওয়ার্কশপে অতিথিবৃন্দ

ইপসা'র প্রধান নির্বাহীর ওয়াশিংটন স্টুডিও সফর ও সাক্ষাতকার

ভয়েস অব আমেরিকা ফ্যান ক্লাব চট্টগ্রাম বিভাগীয় উপদেষ্টা ও সমাজ উন্নয়ন সংগঠন "ইপসা"র প্রধান নির্বাহী মোঃ আরিফুর রহমান সম্প্রতি ওয়াশিংটন স্টুডিও সফর করেছেন। স্টুডিও সফরকালে ভয়েস অব আমেরিকা বাংলা সার্ভিসের ম্যানেজিং এডিটর রোকেয়া হায়দার তার সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও প্রচার করেছেন। সফরকালে তিনি ভিওএ(VOA)এর সামগ্রিক সম্প্রচার কার্যক্রম, ব্যবস্থাপনা পরিদর্শণ ও কারিগরী বিভাগ সম্পর্কে অবগত হন। তিনি Voice of America South Asian Division Director Ms. Spozhmai Maiwandi- এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ এবং ভবিষ্যতে চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডে প্রস্তাবিত কমিউনিটি রেডিওতে কারিগরী সহায়তা প্রদান প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। সফরকালে তিনি ভয়েস অব আমেরিকা বাংলা সার্ভিসের ম্যানেজিং এডিটর রোকেয়া হায়দার, আনিস আহমেদ, সরকার কবির উদ্দীন ও মাসুমা খাতুন এর সাথে সাক্ষাতে মিলিত হন। বাংলা সার্ভিসের পক্ষ থেকে তাকে ভয়েস আমেরিকার প্রোমাশনাল ম্যাটেরিয়াল ও প্রকাশনা হস্তান্তর করা হয়। প্রসংগত, তিনি বাংলাদেশে ফ্যান ক্লাব সমুহের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার জন্য কাজ করতে অনুরোধ করেন।

বাংলাদেশ সেকেন্ড সাব ন্যাশনাল স্মোক ফ্রি ওয়ার্কশপ সম্পন্ন

ইপসা ও প্রজ্ঞা'র যৌথ উদ্যোগে ইপসায় অনুষ্ঠিত হয় "বাংলাদেশ সেকেন্ড সাব ন্যাশনাল স্মোক ফ্রি প্রোজেক্ট ওয়ার্কশপ"। ১৭-১৯ মে,২০১০ তিনদিনব্যাপ অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় তামাকমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। উক্ত কর্মশালার উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি মাননীয় উপসচিব জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম সরকার, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সহকারী সচিব নাসরীন মুক্তি, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সমন্বয়কারী ডঃ ইকবাল কবীর, সিএফটিকে এর পরিচালক পামেলা সামরিন কফি, প্রোগ্রাম অফিসার অনুরাধা কেনাল ও হেমা খানচানডানি, দি ইউনিয়ন ডঃ মোঃ আকরামুল ইসলাম, বিসিসিপির প্রধান নির্বাহী মোঃ শাহজাহান, ইপসার প্রধান নির্বাহী মোঃ আরিফুর রহমান, প্রজ্ঞার চেয়ারম্যান তাইফুর রহমান।

ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণে কীটনাশকযুক্ত মশারীর ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে : ড. হাসান মাহমুদ

দরিদ্র ও অতি-দরিদ্রদের মাঝে ইপসার কীটনাশকযুক্ত মশারী বিতরণ করছেন ড. হাছান মাহমুদ

দিনবদলের সনদ বাস্তবায়নে সরকারের পাশাপাশি এনজিও গুলোকেও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে, দেশের মানুষের দারিদ্রতা ও অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটাতে এনজিও সংস্থাগুলো সরকারি ও বেসরকারি সেবা সাধারন মানুষের দোড় গোড়ায় পৌছে দিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। সরকার ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ হলে ভিশন ২০২১ বাস্তবায়ন সহজ হবে। বর্তমান সরকার এনজিও গুলোর জবাবদিহিতা ও সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে। রাঙ্গুনিয়া উপজেলা চট্টগ্রামের শীর্ষ ম্যালেরিয়া রোগের জোন হওয়ায় এনজিও সংস্থা ইপসা'র মাধ্যমে গত বছর রাঙ্গুনিয়ার ২৪ হাজার দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারে কীটনাশকযুক্ত দীর্ঘমেয়াদী মশারী বিতরণ করা হয়েছে, চলতি মাসে আরো ১৬ হাজার পরিবারের মধ্যে মশারী বিতরণ করা হচ্ছে। ম্যালেরিয়া রোগ নিয়ন্ত্রণে বিদেশ থেকে আনা কীটনাশকযুক্ত এসব মশারীর ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে অন্যথায় সরকারের লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী ড. হাসান মাহমুদ গত ২৭ মার্চ শনিবার বিকেলে রাঙ্গুনিয়ার কোদালা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে গ্লোবাল ফান্ডের অর্থায়নে ও ব্র্যাকের সহায়তায় বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ইপসা'র কীটনাশকযুক্ত মশারী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন। কোদালা ইউপি চেয়ারম্যান আবদুল কাইয়ুম তালুকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন রাঙ্গুনিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তানভির আজম ছিদ্দিকী, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. বিজন কান্তি বিশ্বাস, উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি খলিলুর রহমান চৌধুরী, ইপসা'র পরিচালক (ফিল্ড অপারেশন) মোঃ মাহাবুবর রহমান, রাঙ্গুনিয়া উপজেলা ম্যানেজার জিপারুল ইসলাম জিপার প্রমুখ।

ইপসা'র আয়োজনে ভূমিকম্প প্রস্তুতি মহড়া অনুষ্ঠিত

সনদ বিতরণ করছেন তৎকালীন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী

১৬ জানুয়ারী ২০১০ চট্টগ্রাম এম এ আজিজ আউটার স্টেডিয়াম এ ইপসা'র আয়োজনে, একশন এইড বাংলাদেশ এবং ইউরোপিয়ান কমিশন এর আর্থিক সহায়তায় ভূমিকম্প প্রস্তুতি মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মহড়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র জনাব এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব এহসান এ এলাহী অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও উন্নয়ন) এবং একশন এইড বাংলাদেশ এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ কবির। সভাপতিত্ব করেন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের এর পরিচালক (প্রশিক্ষন) জনাব মেজর এম এম মতিউর রহমান। উক্ত ভূমিকম্প বিষয়ক প্রশিক্ষন মহড়াতে ইপসা, কোডেক, সিডিএমপি'র সেচ্ছাসেবক ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যারা অংশগ্রহণ করেন।

দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে ব্রেইল সহায়ক যন্ত্রের উদ্ভাবন

শিক্ষাও তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন করা হচ্ছে। বর্তমানে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য উদ্ভাবন করা হয়েছে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ব্রেইল সহায়ক যন্ত্র।

এই যন্ত্রটি কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত করে চালনা করতে হয়। যন্ত্রটিতে রয়েছে অডিও সিস্টেম, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে সব ধরনের নির্দেশনা দেওয়া হয়। বাংলাদেশে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের কাছে এই যন্ত্রটি পৌছে দেওয়ার লক্ষে ১০ সপ্তাহের একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পটিতে কার্নেগি মেলন ইউনিভার্সিটির (সিএমইউ) অধীনে টেকব্রীজ ওয়ার্ল্ড নামক গবেষনা কেন্দ্রের ৫ জন শিক্ষার্থী এবং প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইম্যানের (এইউডব্লিউ) ১০ জন শিক্ষানবিশ কাজ করে যাচ্ছেন। যন্ত্রটির সফল ব্যবহারের লক্ষে স্থানীয় উন্নয়ন সংগঠন ইয়াং পাওয়ার ইন সোস্যাল একশন (ইপসা) এর সাথে সিএমইউর যোগসূত্র স্থাপন করেছে।

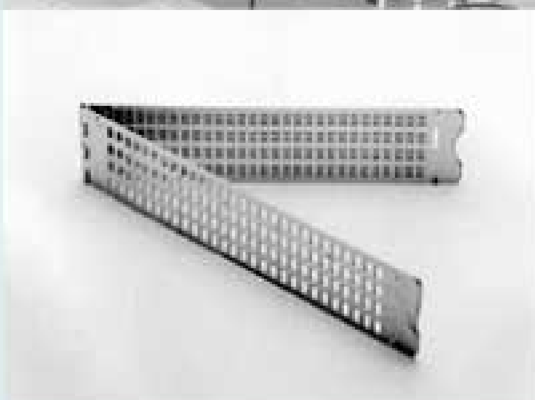

ব্রেইল লিখন সহায়ক যন্ত্রের পরীক্ষামূলক ব্যবহার (ওপরে), স্টাইলাস ও স্লেট (নিচে)

দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের লেখাপড়ার বিশেষ পদ্ধতি ব্রেইল লেখা ও শেখার যন্ত্র সম্পর্কে জেন হরউয়িজ বলেন, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী এবং নিরক্ষরদের পড়াশোনার জন্য ইপসার একটি নিজস্ব কর্মসূচী চালু রয়েছে। এতে পাঠ্য বইয়ের সঙ্গে শ্রুতিপাঠের (অডিও রিডিং) সমন্বয় করে তাদের শেখানো হয়। কিন্তু এটি ইংরেজী মাধ্যম। আমরা এই বাংলা সংস্করনের সফটওয়্যার তৈরী করছি, যাতে শিক্ষার্থীরা আরও সহজে সবকিছু আয়ত্ব করতে পারে।

ইপসা-আইসিটি এন্ড রিসোর্স সেন্টার অন ডিসঅ্যাবিলিটি (আইআরসিডি) একটি প্রতিবন্ধীবান্ধব তথ্য প্রযুক্তি কেন্দ্র। দীর্ঘদিন যাবৎ এই কেন্দ্রটি প্রতিবন্ধীসহ সকল মানুষের তথ্যপ্রযুক্তি প্রবেশগম্যতায় সহযোগিতা করে আসছে। এ যাবৎ প্রায় ১০৭ জন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এ কেন্দ্র থেকে বিভিন্নভাবে তথ্য যোগাযোগের উপর প্রশিক্ষণ লাভ করে। এছাড়াও রয়েছে একটি ডিজিটাল টকিং লাইব্রেরী। ইপসার কর্মকর্তা জনাব ভাস্কর ভট্টাচার্য বলেন, আমরা প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য ব্যবহার উপযোগী তথ্য ও প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছি যার নবতম সংস্করণ হলো এই ব্রেইল শেখার যন্ত্রটি। এর মধ্য দিয়ে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুরা ডিজিটাল পদ্ধতিতে ব্রেইল শিখতে পারবে।

যন্ত্রটির পরীক্ষামূলক ব্যবহারের জন্য ইপসার পরামর্শে একটি দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের স্কুলে ইতোমধ্যে কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখ্য যে, যন্ত্রটি উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্নতার বিষয়টি বিবেচনায় রাখা হয়েছে। যদিও দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য যন্ত্রটি আশার আলো জ্বালিয়েছে কিন্তু বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে অপর্যাপ্ত কম্পিউটার ও বিদ্যুৎ সরবরাহ বাধা সৃষ্টি করছে। যার ফলে এই যন্ত্রটিকে কম্পিউটারের সাহায্য ছাড়া ব্যবহারের উদ্দেশ্যে প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। শত বাধা অতিক্রম করে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষিত হওয়ার প্রতিবন্ধকতাকে দুর করাই হবে প্রকল্পটির সফলতা।

জাতীয় বাজেট ও প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার বিষয়ক সংলাপ অনুষ্ঠিত

পরিবার, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রের আয়-ব্যয়ের সম্ভাব্য হিসেবই বাজেট। বাংলাদেশ সরকার আগামী ২০১০- ২০১১ সালের জন্য চিটাগাং সোসাইটি ফর ডিজএ্যাবল্ড সিএসডি, ইপসা এবং একশন এইড বাংলাদেশ এর যৌথ আয়োজনে গত ১২ মে হোটেল সেন্ট মার্টিন এ "জাতীয় বাজেট ও প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার" বিষয়ক চট্টগ্রাম সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব ও সঞ্চালনা করেন এ্যাকশন এইড বাংলাদেশ এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ্ কবীর। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিএসডির চেয়ারপার্সন মো:আরিফুর রহমান। মুল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডিডিআরসির নির্বাহী পরিচালক ও সিএসডির সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম সাজ্জাদ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য জাফরুল ইসলাম। প্যানেল আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জার্মানীর মার্টিন লুথার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুজিত চৌধুরী, ভোরের কাগজের সম্পাদক শ্যামল দত্ত, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শারমীন নিলমী, ইস্ট ডেল্টা ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক সিকান্দার খান, দৈনিক আজাদীর সাহিত্য সম্পাদক অরুন দাশগুপ্ত। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরামের প্রেসিডেন্ট খন্দকার জহুরুল আলম, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রাম ম্যানেজার নাজরানা ইয়াসমিন, ডিসএ্যাবিলিটি ওয়াচ গ্রুপের আহবায়ক কাজী রোজী, বাংলাদেশ বেতারের আঞ্চলিক পরিচালক সোহরাব হোসেন, সমাজ সেবা অধিদপ্তরের উপ পরিচালক পারভীন মেহতাব, শিশু বিশেষজ্ঞ ডাঃ বাসনা মুহুরী, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার দেবেশ চন্দ্র রায়, বাংলাদেশ রেলওয়ের চীফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার মোঃ কামরুজ্জামান, দৈনিক পিপলস ভিউর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক শহীদুল আলম খান, চট্টগ্রাম মেডিকেলের চর্ম ও যৌন রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ কিউ এম সিরাজুল ইসলাম, এ কে খান ফাউন্ডেশনের পরিচালক মর্তুজা রাব্বী খান। উক্ত অনুষ্ঠানে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন এ্যাকশন এইড বাংলাদেশের রাবেয়া সুলতানা। আলোচকবৃন্দ পঠিত প্রবন্ধের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য নামমাত্র বাজেট রাখা হয়। কিন্তু তা মধ্যবর্তী সময়ে এসে কাটতে কাটতে শুন্যের কোটায় চলে আসে। বক্তারা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য যৌক্তিক বরাদ্দ দেয়ার দাবী জানান।

ইপসা'য় এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন ছাত্রীদের ওরিয়েন্টেশন

০২ মার্চ ২০১০ তারিখে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন এর ১৮ জন ছাত্রীকে নিয়ে ইন্টার্নশীপ প্রোগ্রামের উদ্বোধনী ও ওরিয়েন্টেশন সম্পন্ন হয় ইপসা'র কনফারেন্স রূমে। উক্ত ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে সম্মানিত অতিথিবৃন্দের মধ্যে ছিলেন জনাব জারিনা হোসেন,পরিচালক (সার্ভিস লার্নিং),এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন, জনাব এগনেস কু, পিএইচডি, সহকারী অধ্যাপক, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন, জনাব মোঃ মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী, পরিচালক (অর্থনৈতিক উন্নয়ন) ইপসা।

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন এর ছাত্রীদের ওরিয়েন্টেশনের একাংশ

১
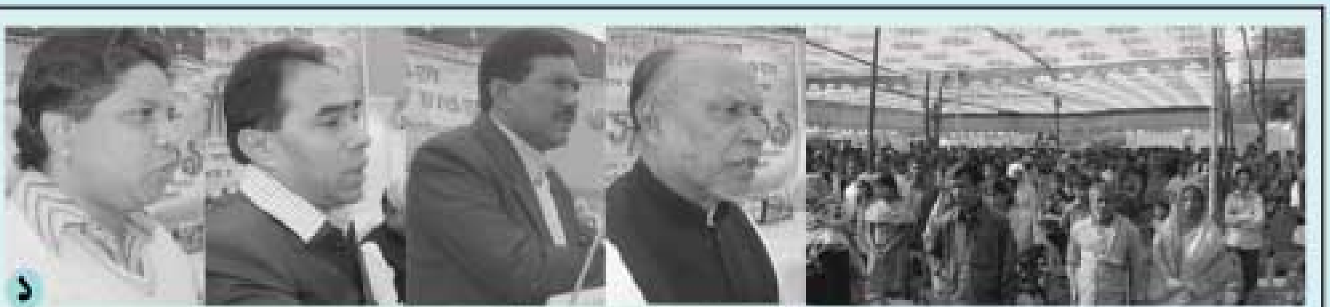

২

ক্যাপশন

১. সীতাকুন্ডে প্রতিবন্ধীদের কনভেনশনে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় সংসদ সদস্য এবিএম আবুল কাশেম, উপজেলা চেয়ারম্যান আবদুল্লাহ আল বাকের ভূঁইয়া, ইপসার পরিচালক যথাক্রমে মো. মাহাবুবর রহমান, পলাশ চৌধুরী
২. সীতাকুন্ডে প্রতিবন্ধী সম্মিলনে নবগঠিত কমিটি শপথ গ্রহণ করছেন।

আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে পক্ষকালব্যাপী প্রচারাভিযানের উদ্বোধনী

উক্ত প্রচারাভিযানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম জেলার মাননীয় জেলা প্রশাসক জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবং প্রচারাভিযানের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। প্রধান অতিথি মাননীয় জেলা প্রশাসক নারী নির্যাতন বন্ধে ব্যাপক গণসচেতনতার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে পারিবারিক নির্যাতন সহ নারী নির্যাতন বন্ধে সকলকে একযোগে কাজ করার জন্য আহবান জানান। আলোচনা শেষে এক বর্ণাঢ্য মটর ভ্যান র‍্যালী শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে বিকালে ডিসি হিলের নজরুল স্কয়ারে গিয়ে শেষ হয়। র‍্যালী শেষে সমাপনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ডিসি হিলের নজরুল স্কয়ার মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়। পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ জোট, চট্টগ্রামের আহবায়ক ও আগ্রাবাদ মহিলা কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ আনোয়ারা আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান ব্যাক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চান্দগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রওশন আরা বেগম। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর এবং প্যানেল মেয়র মনোয়ারা বেগম মনি, পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ জোট, চট্টগ্রামের সদস্য ফাদার যোসেফ জীবন গোমেজ এবং সমাজকর্মী ও চেঞ্জমেকার বেগম সায়মা হক। সমাপনী অনুষ্ঠানের প্রধান ব্যাক্তিত্ব চান্দঁগাও থানার ওসি রওশন আরা বেগম নারী নির্যাতন বন্ধে আইনী সহযোগিতা ও আইনী পরামর্শের জন্য তিনি সহযোগিতা করবেন বলে উল্লেখ করেন। পাশাপাশি নারী নির্যাতন বন্ধে স্কুল, কলেজসহ সব জায়গায় ব্যাপক প্রচারণার উপর গুরুত্বারোপ করেন। আলোচনা সভা শেষে বিটা ও ইপসা'র পরিবেশনায় একটি নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

প্রচারাভিযান কার্যক্রমে বক্তব্য রাখছেন আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ

প্রচারাভিযান কার্যক্রমে বক্তব্য রাখছেন তৎকালীন জেলা প্রশাসক ফরিদ উদ্দিন চৌধুরী

ইপসার ডেইজী ফর অল এন্ড শিপব্রেকিং ইন বাংলাদেশ ওয়েব পোর্টাল এর ন্যাশনাল ICT4D এওয়ার্ড অর্জন

ইপসা ডিজিটাল ডেইজি ফর অল জাতীয় ই-কনট্যান্ট এবং ICT4D চ্যাম্পিয়ন এওয়ার্ড অর্জন করেছে। গত ৯ আগষ্ট জাতীয় যাদুঘর মিলনায়তনে গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের সহযোগিতায় ডি নেট অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবুলল মুহিত প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান। ইপসার পক্ষে ইপসার সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার এবং ডেইজির ফোকাল পার্সন ভাস্কর ভট্টাচার্য আইসিটি চ্যাম্পিয়ন এওয়ার্ড এবং ইপসার সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার মো. নাজমুল হায়দার শিপ ব্রেকিং বিষয়ক ওয়েব পোর্টালের জন্য পুরস্কার গ্রহণ করেন।

ফটো ক্যাপশন

১.
অর্থমন্ত্রীর হাত থেকে ইপসার সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার মো. নাজমুল হায়দার এওয়ার্ড গ্রহণ করছেন।

২.
আইসিটি এওয়ার্ড গ্রহণ করছেন ইপসার সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার ভাস্কর ভট্টাচার্য্য।

৩.
অতিথিদের সাথে এওয়ার্ডপ্রাপ্তদের দেখা যাচ্ছে।

মিরসরাইয়ের লায়লা বেগম সেলাই করে স্বাবলম্বী

মিরসরাই পৌরসভার ৬ নং ওয়ার্ডের গোভনীয়া গ্রামের বাসিন্দা লায়লা বেগম (৪৫) সেলাই কাজ করে বর্তমানে স্বাবলম্বী। তিন মেয়েকে নিয়ে তিনি বর্তমানে সুখেই আছেন। উন্নয়ন সংগঠন ইপসা থেকে ঋণ নিয়ে সে টাকায় একটি সেলাই মেশিন কেনেন। তাতেই তার ঘরে ফিরে এসেছে স্বচ্ছলতা।

লায়লা বেগম জানান, ১৫ বছর আগে তার স্বামী আনোয়ার হোসেন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তিন মেয়েকে নিয়ে সংসার চালাতে তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি সীতাকুন্ড উপজেলার বাড়বকুন্ডস্থ শ্বশুর বাড়ি থেকে চলে আসেন বাবার বাড়ীতে। শিখে নেন সেলাইয়ের কাজ। তারপর ইপসার কাছ থেকে ৫০০০ টাকা নিয়ে ঋন নেন ৭ বছর আগে। শুরু করেন সেলাইয়ের কাজ। শুরু হতে থাকে তার দিন বদল। বর্তমানে তিনি সেলাইয়ের কাজ করে মাসে সাড়ে তিন হাজার টাকা থেকে চার হাজার টাক আয় করেন। সেলাইয়ের কাজ করে তিনি বড় মেয়ে ফরিদা ইয়াছমিনকে বিয়ে দেন।

মেঝ মেয়ে সাবিনা ইয়াছমিন মাকে সেলাইয়ের কাজে সহায়তা করে। আর ছোট মেয়ে ফারজানা ইয়াছমিন মিরসরাই পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে দশম শ্রেনীতে পড়ালেখা করছে।

লায়লা বেগম জানান, তিনি মহিলাদের সকল ধরনের পোশাক সেলাই করেন। আশপাশের গ্রামের সকল মহিলা তার কাছেই পোশাক সেলাই করতে আসেন। তিনি জানান, কাজের গুনগত মান ভালো থাকায় তাকে বসে থাকতে হয়না। বর্তমান আয় রোজগার সম্পর্কে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন আমার ইচ্ছা আছে ভবিষ্যতে এই পেশাকে আরো সম্প্রসারন করা। সেলাইয়ের কাজের পাশাপাশি পুকুর ইজারা নিয়ে মাছের চাষ করে রোজগার আরো বাড়াতে চান তিনি।

লায়লা বেগম সেলাইয়ের কাজের পাশাপাশি গ্রামের নারীদের সেলাইয়ের প্রশিক্ষন দেন। ইতিমধ্যে তিনি ১৫ জন নারীকে এ প্রশিক্ষন প্রদান করেন। তিনি বলেন, সেলাইয়ের আরো সরঞ্জামের অভাব রয়েছে। ফলে কিছুটা সমস্যা তার রয়েছে। তিনি ভবিষ্যতে এর পরিসর আরো বাড়াতে চান। ঋন দিয়ে তাকে সহায়তা করার জন্য তিনি ইপসাকে ধন্যবাদ জানান।

ইপসার মিরসরাই অফিসের কর্মকর্তা দিলীপ কুমার পন্ডিত বলেন, লায়লা বেগম ইপসা থেকে ঋন নিয়ে সেলাই কাজ করে স্বাবলম্বী হয়েছেন। তার এ সফলতাকে অনুসরন করলে গ্রামীন নারীরা ঘরে বসেই স্বচ্ছলতা আনতে পারে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

আদিবাসী পরিবারে স্বচ্ছলতা ফিরছে গবাদি পশু পালনে

মিরসরাইয়ের আদিবাসী জনগোষ্ঠী গবাদি পশু পালন করে আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনার স্বপ্ন দেখছেন। উন্নয়ন সংগঠন ইপসা থেকে ঋন নিয়ে ইতিমধ্যেই শুরু করেছেন গরু পালন। গত মে মাস থেকে মিরসরাই সদর ইউনিয়নের রিজার্ভ পাড়ার দশ জন আদিবাসী মিরপতি ত্রিপুরা, চন্দ্র মোহন ত্রিপুরা, ফুল কুমার ত্রিপুরা, প্রদীপ কুমার ত্রিপুরা, বিশ্বম্ভর ত্রিপুরা, হিরন ত্রিপুরা, সোনাইরাম ত্রিপুরা, নিলাবতী ত্রিপুরা, শান্তলক্ষী ত্রিপুরা গরু পালন শুরু করেছেন। তারা আগামী কোরবানীর ঈদে গরু বিক্রি করে আশাব্যাঞ্জক লাভের প্রত্যাশা করছেন।

আদিবাসী মিরপতি ত্রিপুরা জানান, তিনি এবং তার ছেলে ইপসা থেকে ৩০ হাজার টাকা ঋন নিয়ে সেই টাকায় মিঠাছরা বাজার থেকে একটি গরু কেনেন। আগামী ঈদে গরুটি ৪৫ -৫০ হাজার বিক্রী করতে পারবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। এত অল্প সময়ের ব্যবধানে বিশাল অংকের লাভের টাকা ঘরে তুলতে পারলে তাদের সংসারে স্বচ্ছলতা ফিরে আসবে বলে মনে করেন।

রিজার্ভ পাড়ার সর্দার তপন ত্রিপুরা জানান, আদিবাসীদের পক্ষে গরু গবাদি পশু কিনে পালন করার সামর্থ ছিলোনা। ইপসা ঋন দেয়ায় তা সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন পাহাড়ে প্রচুর পরিমানে গো খাদ্য থাকায় তা পালন করতে আর অতিরিক্ত টাকা খরচ করতে হচ্ছেনা।

প্রদীপ কুমার ত্রিপুরা জানান, ইপসা অল্প মুনাফায় ঋন দেয়ায় আমাদের পক্ষে গবাদি পশু পালন করতে সহজ হয়েছে।

ইপসার কর্মকর্তা দিলীপ কুমার পন্ডিত জানান, ইপসা মৌসুমী ঋন কর্মসূচীর আওতায় আদিবাসী পাড়ায় ১০ জনকে গবাদি পশু পালনের জন্য ঋন প্রদান করে। আগামী ঈদে গরু বিক্রি করে আদিবাসীরা অধিক মুনাফা অর্জন করতে পারবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। উল্লেখ্য, মিরসরাই অফিস থেকে ১২০ জনের মাঝে মোট ১৮ লাখ টাকা মৌসুমী ঋণ বিতরণ করা হয়।

ইপসা : গৌরবোজ্জ্বল পঁচিশ বছর

দেশের অবহেলিত-নিপীড়িত মানুষের জীবনমান উন্নয়ন তথা সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ইয়ং পাওয়ার ইন সোস্যাল এ্যাকশন (ইপসা)। প্রতিষ্ঠার পর থেকে দীর্ঘ ২৫ বছরের পথচলায় এই সংগঠনটি নিষ্ঠা এবং কর্মতৎপরতার মাধ্যমে দেশের ১১টি জেলায় উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। ইতিমধ্যে দেশের গন্ডি ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পরিসরেও এর কার্যক্রম বিস্তৃত হয়েছে। বহুমাত্রিক কর্মসূচী বাস্তবায়ন, কাজের দক্ষতা, সততা জবাবদিহিতা এবং জাতীয় কর্মকান্ডে সরব অংশগ্রহণ ইপসাকে নিয়ে গেছে সাফল্যের শীর্ষে।
উন্নয়ন সংগঠনগুলোর মধ্যে ইপসা আজ স্বনামেই প্রতিষ্ঠিত। আর এই সাফল্যের পেছনে যিনি নিজের জীবনের সব কিছুই উজাড় করে দিয়ে সংগঠনটির অঙ্গেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছেন তিনি আরিফুর রহমান। বর্তমানে সংস্থার প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি।
দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক উন্নয়নের কথা চিন্তা করে আজ থেকে ২৫ বছর আগে ১৯৮৫ সালের ২০ মে সীতাকুন্ড থেকেই ইপসার যাত্রা শুরু। তখন সংগঠনের নাম ছিলো 'ইয়ং পাওয়ার'। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় ইয়ং পাওয়ার ইন সোস্যাল এ্যাকশন (ইপসা)। প্রথম পর্যায়ে ইপসা সীতাকুন্ড সদরের মহাদেবপুরসহ আশপাশের আদিবাসী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের উদ্যোগ নেয়। নিবেদিতপ্রাণ সদস্য ও কর্মীদের সমন্বিত উদ্যোগে এবং দক্ষ নেতৃত্বের কারণে ইপসা ক্রমেই সীতাকুন্ড উপজেলার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানে উন্নীত হয়। এক সময় সীতাকুন্ড ছাড়িয়ে পার্শ্ববর্তী মিরসরাই এবং পুরো চট্টগ্রাম ও পার্বত্যাঞ্চলে ইপসা উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করে। এভাবেই ধীরে ধীরে পরিসর বৃদ্ধি হয় ইপসার।
জন্মলগ্ন থেকে ইপসা যুব ও সুবিধাবঞ্চিতদের নিয়ে এবং তাদের জন্য উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করে। স্থানীয় প্রয়োজন ও জনগোষ্ঠীর দক্ষতা উন্নয়নে ইপসা সবসময় জোর দিয়েছে। এই লক্ষ্যে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে, উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম, মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্প, যুব উন্নয়ন বিষয়ক ক্যাম্প, যুব বিনিময় কর্মসূচী, কৃষিভিত্তিক নার্সারী প্রকল্প, সাইক্লোন আক্রান্ত উপকূল ও দ্বীপ এলাকায় জরুরী ত্রাণ সহায়তা কার্যক্রম, চট্টগ্রাম শহরে বস্তি এলাকায় শহর উন্নয়ন প্রকল্প, এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ প্রকল্প, সঞ্চয় ও ঋণ কর্মসূচী, দুর্যোগ পরবর্তী সাহায্য ও দুর্যোগপূর্ব প্রস্তুতি প্রকল্প, সমাজ পরিবর্তনে প্রতিবন্ধী মানুষের সংগঠিত অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি, দরিদ্র নারীদের মৌলিক অধিকারকে প্রাধান্য দিয়ে উপযুক্ত এবং দারিদ্র দূরীকরণে উদ্বুদ্ধকরণ এবং সহায়তা প্রদান বিষয়ক কর্মসূচী, চর এলাকার মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে কর্মসূচী, কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক কর্মসূচী, ক্ষুদ্র স্বাস্থ্যবীমা কর্মসূচী, বাংলাদেশে মানব পাচার রোধে কর্মসূচী, প্রজনন স্বাস্থ্য, শিপ ব্রেকিং সংক্রান্ত এ্যাডভোকেসি কর্মসূচী, পানি এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে কর্মসূচী, নিরাপদ শ্রম অভিবাসন নিশ্চিতকরণে দক্ষতা বৃদ্ধি কর্মসূচী, চট্টগ্রাম বিভাগে স্থানীয় সরকার ও পাবলিক প্লেসকে ধূমপানমুক্তকরণ কর্মসূচী, মানব উন্নয়নের জন্য স্বাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কর্মসূচী, সুবিধাবঞ্চিত আদিবাসী শিশুদের জন্য শিক্ষা কর্মসূচী, পাহাড়ের পরিবেশ রক্ষা এবং বনায়ন কর্মসূচী, ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে।
বর্তমান সময়ে দেশের ১১টি জেলায় বিভিন্ন দাতা সংগঠনের সহায়তায় উপরোল্লিখিত কর্মসূচীগুলো বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইপসা জনকল্যানমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করায় ইতিমধ্যে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে অর্জন করেছে বিভিন্ন স্বীকৃতি। এর মধ্যে যুব ও উন্নয়ন কর্মসূচিতে অনবদ্য ভূমিকা রাখায় ইপসা ১৯৯৯ সালে আন্তর্জাতিক যুব শান্তি পুরস্কার, ইপসার প্রধান নির্বাহী সীতাকুন্ড পৌরসভা কর্তৃক একুশে পদক ২০০৭, চট্টগ্রামের বিভাগীয় সমাজকল্যাণ ফেডারেশন কর্তৃক শ্রেষ্ঠ সমাজকর্মী হিসেবে স্বর্ণ পদক ১৯৯৬, ভয়েস অব আমেরিকা ফ্যান ক্লাব কর্তৃক উন্নয়ন সংগঠক হিসেবে সম্মাননা পদক ২০১০ অর্জন করেন। এছাড়া সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং অংশগ্রহণ বিভাগে ইপসা তার ডেইলী স্টার অল ধারণা এর জন্য জাতীয় ই-কনটেন্ট এবং আইসিটি চ্যাম্পিয়ান এওয়ার্ড ২০১০ অর্জন করে। শিপ ব্রেকিং ইন বাংলাদেশ ওয়েব পোর্টাল এর জন্য বাংলাদেশ সরকারের আইসিটি মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্পেশাল মেনশন এওয়ার্ড ২০১০ অর্জন করে।
ইপসার প্রধান নির্বাহী আরিফুর রহমান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাজনীতি বিজ্ঞানে এমএসএস করেন। এরপর ইংল্যান্ডের ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এনজিও নেটওয়ার্কিং বিষয়ে ইন্টার্নিশিপ সম্পন্ন করেন। ভারতের এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব রুরাল ডেভেলপমেন্ট (এআইআরডি) থেকে রুরাল ডেভেলপমেন্ট এবং কমনওয়েলথ ইয়ুথ প্রোগ্রাম (সিওয়াইপি) থেকে যুব উন্নয়ন বিষয়ে ডিপ্লোমা করেন। তিনি জাপানের এওটিএস থেকে হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট এবং ডানিডা ফেলো হিসেবে ডেনমার্ক থেকে কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেন। এ বছর জনস্ হপকিনস ইউনিভার্সিটি - ইউএসএ হতে লীডারশীপ কোর্স সম্পন্ন করেছেন।
দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে ইপসা গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখছে। পিআরএসপি প্রণয়নে সরকারকে যথাসাধ্য সহযোগিতা করা, ১৯৯১ এর ঘূর্ণিঝড়ের পর সরকারের পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় প্রয়োজনীয় ত্রাণ সহায়তা প্রদান এবং দূর্যোগ মোকাবিলায় জনগনের করণীয় সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার রক্ষায় বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ, আইসিটি কে জনগনের সহায়ক হিসেবে গড়ে তোলা, যার ফলশ্রুতিতে সীতাকুন্ডে কমিউনিটি রেডিও স্থাপন করার অনুমোদন লাভ করেছে যার কার্যক্রম খুব শীঘ্রই শুরু হচ্ছে।
ইপসাকে নিয়ে আগামীর ভাবনা হচ্ছে, তৃতীয় কৌশলগত পরিকল্পনা (২০০৮-২০১৩) অনুসারে ইপসা ভবিষ্যতে নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ের ওপর জোর দিয়ে কর্মসূচী পরিচালনা করছে। সাংগঠনিক উন্নয়ন (আর্থিক স্থিতিশীলতা তৈরী, ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নেটওয়ার্কিং, ই-গর্ভনেন্স ইত্যাদি), অধিকার সংরক্ষণ (শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, আদিবাসী উন্নয়ন, বিষয়ভিত্তিক এডভোকেসি, সংস্কৃতি এবং উন্নয়ন ইত্যাদি), সেবা প্রদান (সাধারন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য, এইচআইভি আক্রান্ত রোগীদের জন্য পরিচর্যা এবং সহায়তা, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, লক্ষিত জনগোষ্ঠীর আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি) সহ জনকল্যানমূখী কর্মসূচী বাস্তবায়ন করবে।

****** মাসিক চলমান মিরসরাই'র সেপ্টেম্বর ২০১০ সংখ্যা হতে সংগৃহীত ও সংকলিত।***

ইপসা'র রজত জয়ন্তী উদযাপন

২০ মে ২০১০ ইপসা'র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে কেক কাটছেন সদস্য, কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীবৃন্দ

তৃণমূল উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের

প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র

অংশী

Aungshee

বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা **ইপসা**'র একটি উদ্যোগ

আমাদের বৈশিষ্ট্য

পন্যের গুণগত মান, সাশ্রয়ী মূল্য, আধুনিক

ও

রুচিশীল পন্য, দেশীয় উপকরণ ব্যবহার

ঠিকানা

অংশী চট্টগ্রাম

বাড়ী # এফ ১০ (পি), নীচ তলা,
রোড # ১৩, ব্লক-বি,
চান্দগাঁও আবাসিক এলাকা,
চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম-৪২১২।
ফোন ঃ ০৩১-৬৭২৮৫৭, ২৫৭০২৫৫

অংশী সীতাকুন্ড

দোকান নং-৫
সীতাকুন্ড সদর মহিলা মার্কেট
সীতাকুন্ড দক্ষিণ বাজার
সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম-৪৩১০
ফোন ঃ ০৪৪৩-৫০১১৪০৯

ই-মেইল ঃ info@ypsa.org

সম্পাদনা পরিষদ
সম্পাদক : মোঃ আরিফুর রহমান
সহ-সম্পাদক : ইয়াসমিন আকতার
শাহাদাৎ হোসেন চৌধুরী

এডভোকেসি এন্ড পাবলিকেশন ইউনিট, ইপসা, বাড়ি- এফ ১০ (পি), রোড ১৩, ব্লক বি, চান্দগাঁও আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম-৪২১২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ০৩১-৬৭২৮৫৭, ০৩১-২৫৭০২৫৫, ০৩১-২৫৭০৯১৫, ০১৯২০৫৪৮০৫৬
ই-মেইল : info@ypsa.org, ypsasangbad@gmail.com,
ওয়েবসাইট : www.ypsa.org